



373188 - জনকৈ ব্যক্তি ইসলামে প্রবশে করতে চান এবং নতুন জীবনের জন্য কিছু দকি নরিদশেনা চান

প্রশ্ন

আমি অমুসলমি। আমি সুন্দর ইসলামী সমাজে নতুন জীবন কাটাতো ইসলামে প্রবশে করতে চাই। আমি কি এমন কাউকে পাব যিনি আমাকে সহযোগিতা করবেন এবং দকি নরিদশেনা দাবিনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ওহে আল্লাহ্ বান্দা! আমাদের জন্য কতই না আনন্দকর যে, যখন আপনি আমাদের ওয়েবসাইটে ইমেইল করছেন তখন আপনার অন্তরে নূর উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে, আপনার অন্তর খুলতে শুরু করেছে এবং নতুন নূরকে গ্রহণ করার জন্য প্রশস্ত হচ্ছে; যে নূর নূরান্বিত হওয়াকে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য পছন্দ করেন!!

সেই হচ্চে আপনার গটো জীবনের পরিত্তি নির্ধারক মূহুর্ত। কেবল ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়াবী জীবনের পরিত্তি নয়। বরং এই জীবনে আপনার অবস্থার উপর আখিরাতের চরিস্থায়ী জীবনে যা অপেক্ষা করছে। হয়তো জান্নাতে; যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য পছন্দ করেন এবং আমরা আপনার জন্য আশা করি। যখনই আপনি অনন্তকাল থাকবেন, এর বাগানসমূহে নয়ামতে ভরপুর থাকবেন, দুঃখিত হবেন না, ক্লান্ত হবেন না, মৃত্যুবরণ করবেন না, বৃদ্ধ হবেন না, দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না, হতাশাগ্রস্ত হবেন না। বরং সুখী হবেন; চরিকালরে জন্য সুখী...।

নয়তো জাহান্নামের আগুনে; আল্লাহ্ আমাদেরকে ও আপনাকে সে আগুন থেকে হফেযত করুন। যখনই আপনাকে অনন্তকাল থাকতে হবে। যখনই আপনি মরে গিয়ে রক্ষা পাবেন না এবং শান্তি ও স্বস্তিময় জীবনও পাবেন না। বরং জাহান্নামের অধিবাসীরা লাঞ্ছনাকর জন্দিগী ভোগ করবে, অনন্তকাল সেখানে থাকবে, সেখান থেকে তারা বের হবে না।

‘ইসলামে প্রবশেরে আগ্রহের’ যে মূহুর্তটির কথা আপনি আমাদেরকে জানিয়েছেন সেটি সংকোচনের পর আপনার হৃদয় সম্প্রসারণের সবচেয়ে মহান মূহুর্ত, অন্ধকারময় হয়ে থাকার পর আলোকিত হওয়ার মূহুর্ত। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “অতএব আল্লাহ্ যাকে সুপথে পরচালিত করতে চান ইসলামের জন্য তার মনকে প্রসন্ন করে দেন; আর যাকে বপিতে পরচালিত করতে চান তার মন (এমন) সঙ্কীর্ণ ও কঠিন করে দেন যেন সে আকাশে (উর্ধ্বলোকে) আরোহণ করছে। এভাবেই আল্লাহ্ অবশ্বাসীদের ওপর শাস্তি আরোপ করেন।” [সূরা আনআম, আয়াত: ১২৫]



সুতরাং ওহে আল্লাহ্র বান্দা! এই মূহূর্তটিকে কাজে লাগান, গড়মিসি করবনে না, বলিম্ব করবনে না এবং এই মূহূর্তটিকে কাজে লাগাতে পছিপা হবনে না...।

এই জানালাটিকে বন্ধ করবনে না; যে জানালা দিয়ে আপনার হৃদয়ে কমেল বাতাস বয়ে যাচ্ছে। আপনি যদি এই জানালাটি বন্ধ করে ফেলেন –এটিকরা থেকে আল্লাহ্ আপনাকে হফোযত করুন- তাহলে আর-রহমানের পক্ষ থেকে শ্বাসপ্রস্বাসের অভাবে আপনার অন্তর মরে যাওয়ার উপক্রম হবে; যা অন্তরগুলিকে জীবতি রাখে।

আপনার অন্তরে যে বায়ু বয়ে যাচ্ছে সেটা গ্রহণে আপনি পছিপা হবনে না। যদি আপনি ভোরেরে মৃদুমন্দ বায়ু গ্রহণে বলিম্ব করেন তাহলে দিনেরে সূর্যের উত্তাপ আপনাকে পুড়িয়ে দেয়ার উপক্রম হবে।

ওহে আল্লাহ্র বান্দা! সুযোগ যদি ছুটে যায় হতে পারে পুনরায় ফিরে আসবে না। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “যহেতে প্রথমবার তারা তা বশ্বাস করেনি তাই আমি তাদের অন্তর ও চোখ (সঠিক পথ থেকে) ঘুরিয়ে দেবে এবং তাদেরকে ছেড়ে দেবে, যাতো নজিদেরে অবাধ্যতার মধ্যে উদ্ভ্রান্তেরে ন্যায় ঘুরতে থাকে।”[সূরা আনআম, আয়াত: ১১০]

ওহে আল্লাহ্র বান্দা! এই মূহূর্তটিকে কাজে লাগাতে অবলিম্ব উদ্যোগী হোন। কত মানুষ এই মূহূর্তটিকে নষ্ট করেছে। এরপর তারা কামনা করেছে যদি সেটি ফিরে আসত। কিন্তু সময় যদি পার হয়ে যায় এবং কাল ক্ষপেণ ঘটে তখন সেটি আর ফিরে আসে না। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “আলফি লাম রা। এগুলো পবতির গ্রন্থ ও সুস্পষ্ট এক কুরআনের আয়াত। (কিয়ামতেরে দিন নজিদেরে পরণাম জাহান্নাম আর মুসলমানদেরে পরণাম জান্নাত দেখে) কাফরেরো প্রায়শ কামনা করবে, তারা যদি মুসলমান হত! ওদেরকে খেতে, ভোগ করত আর আশায় ভুলে থাকত দাও। ওরা (একদিন) জানত পারবে।”[সূরা হজির, আয়াত: ১-৩]

ওহে আল্লাহ্র বান্দা! অবলিম্ব উদ্যোগী হোন। বিষয়টি সহজ। একবোরেরে সহজ। আল্লাহ্ যার জন্য সহজ করে দেন ও যাকে তাওফিক দেন তার জন্য সহজ:

মুআজ বনি জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক সফরে ছলাম। একদিন আমরা হাঁটছিলাম এবং আমি তাঁর খুব নিকটে ছলাম। তখন আমি বললাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি এমন একটা আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবশে করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে? তিনি বললেন: তুমি আমাকে মহা বিষয়ে জিজ্ঞেসে করছে? নশ্চয় এমন আমল ঐ ব্যক্তির জন্য করা সহজ আল্লাহ্ যার জন্য সহজ করে দেন: তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে; তার সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করবে না, নামায আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহ্র হজ্জ আদায় করবে।

এরপর তিনি বলেন: আমি কিকল্যাণেরে দরজাগুলো তমোকে জানিয়ে দি না: রোযা হচ্ছে ঢালস্বরূপ, দান-সদকা পাপকে এভাবে

নভিয়্যে দিয়ে যভোবো পানি যভোবো আগুনকে নভিয়্যে দিয়ে এবং মধ্যরাত্রে নামায আদায় করা। এরপর তিনি তিলোওয়াত করেন:

يَعْمَلُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ থেকে পর্যন্ত। [সূরা হামীম আস-সাজদা, আয়াত: ১৭]

এরপর তিনি বললেন: আমি সমস্ত বিষয়ের মাথা, প্রধান খুঁটি ও শীর্ষচূড়া সম্পর্কে কি অবহতি করব না? আমি বললাম: অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন: সমস্ত বিষয়ের মাথা হচ্ছে— ইসলাম (আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ), প্রধান খুঁটি হচ্ছে— নামায এবং শীর্ষচূড়া হচ্ছে— জহাদ।

এরপর তিনি বললেন: আমি কিতামোকো এ সবগুলো অর্জনের মাধ্যম কি বলব না?

আমি বললাম: অবশ্যই, আল্লাহর নবী।

তখন তিনি তাঁর জহিবাটি ধরে বললেন: এটিকে সংযত কর!!

আমি বললাম: হে আল্লাহর নবী! আমরা যে কথাবার্তা বলি এর জন্যে কি আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে?

তিনি বললেন: হে মুআজ, কি বলছ তুমি!! জহিবা-ঘটতি পাপ ছাড়া অন্য কিছু কি মানুষকে মুখের উপরে কথিবা নাকের উপর উপুড় করিয়ে জাহান্নামে প্রবশে করাবে? [তিরমযি হাদিসটি বর্ণনা করছেন (২৬১৬) এবং বলছেন: এটি হাসান সহিহ হাদিস এবং ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিস ও হাদিসটি বর্ণনা করছেন। আলবানী হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

আপনাকে দীক্ষা দায়ের জন্য কোন ধর্মযাজকের প্রয়োজন নই কথিবা অন্য কটে মাধ্যম ধরার দরকার নই কথিবা অন্য কোন মাখলুককে মুখাপেক্ষী হওয়ার দরকার নই যে, সে আপনাকে আল্লাহর সাথে পরচিয় করিয়ে দিবে। বরং আল্লাহ নজিহে নজিরে পরচিয়ক। তিনি তাঁর ঐশীবাণীতে এবং তাঁর রাসূলদরে ভাষ্যে নজিরে পরচিয় দিয়েছেন। সুতরাং আপনি সে উৎস থেকে তাঁকে চানুন। নশিচয় তিনি নিকটবর্তী। বরং আপনার অনুমান ও ধারণার চয়ে অধিক নিকটবর্তী:

“হে রাসূল! আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে আমার সম্বন্ধে জানতে চায় (তখন তাদের জানিয়ে দনি) আমি তো কাছেই আছি। কটে যখন আমাকে ডাকে আমি তখন তার ডাকে সাড়া দই; অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দকি এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক যাতো তারা ঠকি পথে থাকতে পারে।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৬]

আপনি আপনার রবের আনুগত্যে প্রবশে করা ও নতুন জীবন শুরু করার জন্য দবানশিরি কোন সময় বা ঘণ্টা সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করার কোন প্রয়োজন নই। বরং সকল সময়ই এর জন্য উপযুক্ত সময়:

আবু মুসা আল-আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বললেন: “নশিচয় আল্লাহ তাআলা দনিরে বলোয় গুনাকারীকে ক্ষমা করার জন্য রাতের বেলো তাঁর হস্তকে প্রসারিত করেন।



আর রাতেরে বলোর গুনাহকারীকে ক্ষমা করার জন্য দনিরে বেলোয় তাঁর হস্তকে প্রসারতি করনে। এভাবে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদতি হওয়া অবধি তিনি তা করবনে। [সহিহ মুসলিম (২৭৫৯)]

শয়তান আপনাকে আল্লাহর ধর্ম থেকে বমিখ করা থেকে আপন সাবধান হোন। বগিত কোন গুনাহ কথিবা অন্ধকার কোন অতীতকে হতে বানয়ি শয়তান আপনার মাঝে ও আপনার প্রভুর মাঝে আড়াল তরৌ করা থেকে আপন সাবধান হোন। আপনি পূর্বেরে সবকছুকে পছিনে ফলে, কুফর থেকে তওবা করে, কুফরী অবস্থায় যভোবে হোক না কনে যা কছু ঘটছে সেসেব কছু থেকে ফরি এসে আপনার প্রভুর সাথে প্রতশিরুতবিদ্ধ হয়ে শুভ্র নরিমল নতুন অধ্যায় শুরু করুন:

“(আমার এই কথা লোকদেরকে) বলে দনি, হে আমার বান্দারা, যারা নজিদেরে ওপর বাড়াবাড়ি করছে! আল্লাহর রহমত থেকে নরাশ হয়ো না। আল্লাহ তো সব গুনাহ মাফ করে দনে। নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। তোমাদের ওপর শাস্তি আসার আগে তোমরা তোমাদের প্রভুর অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর (ইসলাম গ্রহণ কর)। তার পরে (কিন্তু) তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। আকস্মিকভাবে ও অজ্ঞাতসারে শাস্তি এসে পড়ার আগে তোমাদের প্রভুর নকিত থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের (অর্থাতঃ কুরআনের বধিনসমূহের) অনুসরণ কর। যাতো কাউকে বলতে না হয়, আল্লাহর প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করছে বলে হয় আমার আসসোস! আর আমি তো (সত্যের প্রতি) উপহাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। অথবা কটে না বলে, আল্লাহ যদি আমাকে পথ দেখাতেন তাহলে তো অবশ্যই আমি মুততাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। অথবা কটে শাস্তি দেখার সময় না বলে, আমি যদি আরকেরার পৃথিবীতে ফরি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতাম! হ্যাঁ, তোমার কাছে আমার নদির্শনসমূহ এসছেলি, কিন্তু তুমি তাকে মথিয়া আখ্যায়তি করছেলি। তুমি অহংকার করছেলি এবং কাফরেরে অন্তর্ভুক্ত হয়ছেলি। যারা আল্লাহর বরিদ্ধে মথিয়া বলে, কয়ামতেরে দনি তুমি তাদের মুখমণ্ডল কালো দেখবে। জাহান্নামে কি অহংকারীদের জন্য কোন আবাসস্থল নহে? (অবশ্যই আছে এবং সেখানই তারা বাস করবে।) আল্লাহ মুততাকীদেরকে তাদের সাফল্যসহ নাজাত দেবেন। অমঙ্গল তাদেরকে স্পর্শ করবে না এবং তাদের কোন দুঃখও থাকবে না। [সূরা যুমার, আয়াত: ৫৩-৬১]

ওহে আল্লাহর বান্দা! নিশ্চয় ইসলাম পূর্বেরে সবকছু শরিক, শরিকী কর্ম, শরিকী অবস্থা, শরিকী চুক্তি ইত্যাদিকে ধ্বংস করে দেয়। সুতরাং নজিরে ঘাড়েরে উপর থেকে এগুলোক ফলে দনি; যগেলোক আপনাকে ভারী করে রেখেছে। আপনি বশিবজাহানের প্রভুর সাথে নরিমল ও পরিচ্ছন্ন জীবন শুরু করুন। আল্লাহর কাছে ফরি আসুন এবং তাঁর কাছেই পলায়ন করুন!!

হ্যাঁ আপনার সুখ, শান্তি এবং দুনিয়া ও আখরাতেরে আয়শে যে দরজাটি আপনার জন্য উন্মোচতি হয়ছে এবং যে নতুন আলোটি আপনার সামনে উদ্ভাসতি হয়ছে এর মাধ্যমেই:

“যারা পরকালরে আযাবকে ভয় করে তাদের জন্য আসলই এতে বড় এক শিক্ষা রয়েছে। সটো এমন একদনি যখন সকল মানুষকে একত্রতি করা হবে। সটো এমন একদনি যখন সকলই উপস্থতি থাকবে। কেবল একটি নিদিষ্ট সময়েরে জন্যই আমি



তা (সে দনিটি) বলিম্‌বতি করছি। যদেনি তা আসবে সদেনি কটে তাঁর অনুমতি ছাড়া কথা বলতে পারবে না। তাই তাদের মধ্য কটে হবে হতভাগ্য এবং ভাগ্যবান। যারা হতভাগ্য হবে তারা জাহান্নামে যাবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে আহাজারি আর আর্তনাদ। সেখানে তারা যতদনি আসমান-জমনি থাকবে ততদনি (অর্থ্যাৎ যুগযুগ ধরে) স্থায়ীভাবে বাস করবে। তবে তোমার প্রভু ইচ্ছা করলে কোন ব্যতিক্রমও হতে পারে। তোমার প্রভু তো যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন। আর যারা ভাগ্যবান হবে তারা জান্নাতে যাবে। সেখানে তারা যতদনি আসমান জমনি থাকবে ততদনি (অর্থ্যাৎ যুগযুগ ধরে) স্থায়ীভাবে বাস করবে। তবে তোমার প্রভু ইচ্ছা করলে কোন ব্যতিক্রমও হতে পারে। এটা হবে এক নরিবচ্ছিন্ন দান। [সূরা হুদ, আয়াত: ১০৩-১০৮]

আপনি আপনার আগের ধর্ম ত্যাগ করে وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْأَشْهَادُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর বার্তাবাহক) এই সাক্ষ্য দিয়ে ইসলামে প্রবশে করবনে। এর চয়ে বশে কোন শর্ত করা কথিবা কয়দে আরোপ করার প্রয়োজন নই।

আপনি জানবনে যে, এর মাধ্যমে আপনি আপনার পূর্বের বিশ্বাসাবলী ত্যাগ করছেন এবং মানুষের অন্য সকল ধর্ম ছেড়ে দিয়েছেন। বিশ্বজাহানরে প্রভু ছাড়া আপনার আর কোন প্রভু নই আপনি যার উপাসনা করবনে কথিবা আর কোন উপাস্য নই আপনি যার প্রতি ঈমান আনবনে কথিবা যার উদ্দেশ্যে নামায পড়বনে।

আপনার আর কোন নবী নই ইসলামের নবী মুহাম্মদ বনি আব্দুল্লাহ ব্যতীত। তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষতি হোক।

ইসলাম ধর্ম ছাড়া আপনার আর কোন ধর্ম নই এবং অনুসরণযোগ্য অন্য কোন শরিয়ত বা অনুশাসন নই। আল্লাহ তাআলা বলেন: “কটে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম চাইলে তার থেকে সটো কখনো গ্রহণ করা হবে না। আর পরকালে সে ক্ষতগ্রিস্ত হবে।” [সূরা আলমে ইমরান, আয়াত: ৮৫]

আমরা আপনার জন্য পছন্দ করছি যে, আপনি অবলিম্‌বে এখনই গোসল করে ভেতরে বাহিরে শুভ্রময় পুতপবতির হয়ে নতুন অধ্যায় শুরু করবনে।

যখন থেকে আপনি ইসলামে প্রবশে করবনে এবং বিশ্বজাহানরে প্রতাপালকরে সাথে নতুন অধ্যায় শুরু করবনে অচরিই তখনই আমরা আপনার সকল প্রশ্ন পয়ে প্রীত হব; যে প্রশ্নে আপনি আপনার ধর্ম সম্পর্কে জানতে চাইবনে, আপনার উপাসনা ও লেনেদনে সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করবনে। আপনি আমাদেরকে প্রশ্ন পাঠাতে এবং আপনার মনে যে সকল জিজ্ঞাসা ও জটিলতা জাগে সেগুলোর ব্যাপারে মাইল করতে বলিম্‌ব করবনে না।

আপনার কাছাকাছি স্থানে যদি কোন ইসলামিক সেন্টার থাকে ভাল হয় আপনি তাদের সাথে যোগাযোগ করা, তাদের সাথে মশো। এর মাধ্যমে আপনার দ্বীন বিষয়ে যা কিছু প্রয়োজন সে সব ক্ষেত্রে সহায়তা পাবনে এবং এতে করে আপনি যে ধর্ম গ্রহণ করছেন সে ধর্মের জন্য উপযুক্ত পরিবেশে আপনি পাবনে।



আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আপনার দলিকে ইসলামের জন্য প্রসারিত করে দেন, আপনার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং তিনি যা ভালবাসেন ও পছন্দ করেন আপনাকে যেন সটেকিরার তাওফিক দেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।